সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

পদোন্নতি বোর্ডে বিএনপিপন্থি শিক্ষকের ওপর হামলা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল অধ্যাপক পদে পদোন্নতি বোর্ডে এক প্রার্থী শিক্ষকের ওপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়েছে। গতকাল সকালে ওই হামলা চালানো হয়। এ নিয়ে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

বিএনপি সমর্থিত ড্যাব নেতারা জানান, সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য গঠিত বোর্ডে উপস্থিত হন রেডিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম। ওই সময় ভার্সিটির সিনিয়র শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ করে স্বাচিপ সমর্থিত কয়েকজন ডাক্তার বোর্ডে ঢুকে পদোন্নতির জন্য বোর্ডে উপস্থিত ডা. নজরুল ইসলামকে বোর্ড থেকে বেরিয়ে যেতে বলে এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ২০০১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর মুরাল ভাঙচুর করেন। ঘটনার সময় অন্য শিক্ষকরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেছে। একপর্যায়ে তারা ডা. নজরুলকে বোর্ডের সদস্যদের সামনে থেকে হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে বের করে দেয়। পরে তারা ডা. নজরুলকে প্রো-ভিসি ডা. রুহুল আমিনের রুমে নিয়ে কিছুক্ষণ আটকে রাখে।

পরে দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকসহ শতাধিক চিকিৎসক প্রো-ভিসি, রেজিস্ট্রার, ট্রেজারারের উপস্থিতিতে ভিসিকে এ ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার আহ্বান জানান। পরে ভিসিসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উপস্থিতিতে সবাই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং অতিদ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার আশ্বাস দেন। ড্যাব নেতা ডা. সাইফুল ইসলাম ইন্টারভিউ বোর্ডে ঢুকে সর্বোচ্চ প্রশাসনের উপস্থিতিতে যারা নগ্ন হামলা চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান। এ ধরনের ঘটনা যাতে আর পুনরায় না ঘটে তার জন্য অতি দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান। একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, ঘটনার পরপর ওই ইন্টারভিউ বাতিল করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে মেডিকেল ভার্সিটির প্রক্টর ও স্বাচিপ নেতা ডা. জাকারিয়া স্বপন জানান, ডা. নজরুল ইসলাম ২০০১ সালে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির পিতার মুরাল ভাঙচুর করছে। এই কারণে জুনিয়ররা তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে এ ঘটনা ঘটায়।